

সূরা ৬৬ : তাহরীম, মাদানী

৬৬ - سورة التحريم، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১২, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ١٢، رُكُوعَاتُهَا : ٢)

<p>পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
<p>১। হে নাবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।</p>	<p>١. يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ</p>
<p>২। আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।</p>	<p>٢. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ</p>
<p>৩। যখন নাবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল, অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নাবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন তখন নাবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখল। যখন নাবী তা তার</p>	<p>٣. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ ۖ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ</p>

<p>সেই স্ত্রীকে জানালো তখন সে বলল : কে আপনাকে এটা অবহিত করল? নাবী বলল : আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।</p>	<p>فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ</p>
<p>৪। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদের হৃদয় বুকে পড়েছে (তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন)। কিন্তু তোমরা যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎ আমলকারী মু'মিনগণও; উপরন্তু অন্যান্য মালাকও তার সাহায্যকারী।</p>	<p>٤. إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ</p>
<p>৫। যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী যারা হবে আত্মসমর্পন-কারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্য-কারিণী, তাওবাহকারিণী, ইবাদাত - কারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী এবং কুমারী।</p>	<p>٥. عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنِيتَاتٍ تَتَّبِعْتِ عِبَادَاتٍ سَبَّحْتَ ثَبَّتِ وَأَبْكَارًا</p>

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অবহিত করলেন

সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের ক্ষেত্রে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিন্ত জাহশের (রাঃ) ঘরে মধু পান করতেন এবং এ কারণে তিনি তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ বিলম্ব করতেন। এই জন্য আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) পরস্পর পরামর্শ করেন যে, তাদের মধ্যে যারই কাছে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন তিনি যেন তাঁকে বলেন : ‘আপনার মুখ হতে মাগাফীরের (লেবু বা আঠা জাতীয় জিনিস যাতে গন্ধ রয়েছে) গন্ধ আসছে, সম্ভবতঃ আপনি মাগাফীর খেয়েছেন!’ সুতরাং তাঁরা এ কথাই বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘আমি যাইনাবের (রাঃ) ঘরে মধু পান করেছি। এখন আমি শপথ করছি যে, আর কখনও আমি মধু পান করবনা।’ (ফাতহুল বারী ১১/৫৭২) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটিকে কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযূর-এর মধ্যেও কিছু বৃদ্ধি সহকারে আনয়ন করেছেন। তাতে রয়েছে যে, এখানে দু’জন স্ত্রী দ্বারা আয়িশা (রাঃ) ও হাফসাকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। আর চুপে-চুপে কথা বলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে ‘আমি মধু পান করেছি’ এই উক্তিটি। (ফাতহুল বারী ৯/২৮৭) তিনি কিতাবুত তালাকে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন যে, মাগাফীর হল গাঁদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি জিনিস যা ঘাসে জন্মে থাকে এবং তাতে কিছুটা মিষ্টতা রয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) কিতাবুত তালাকে এ হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত আছে : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টি ও মধু খুব ভালবাসতেন। আসরের সালাতের পর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং কেহকেও নিকটে করে নিতেন। একদা তিনি হাফসার (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং অন্যান্য দিন তার কাছে যতক্ষণ অবস্থান করতেন, সেই দিন তদপেক্ষা বেশীক্ষণ অবস্থান করেন। এতে আমার মনে হিংসাবোধ জেগে উঠে। খবর নিয়ে জানলাম যে, তার কাওমের এক মহিলা এক মশক মধু তার কাছে উপটোকন স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ মধুর শরবত পান করিয়েছেন। আমি মনে মনে বললাম যে, ঠিক আছে, কৌশল করে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা হতে ফিরিয়ে দিব। সুতরাং আমি সাওদাহ্ বিন্ত যাম‘আহকে (রাঃ) বললাম : তোমার ঘরে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন এবং তোমার নিকটবর্তী হবেন তখন তুমি তাঁকে বলবে : ‘আজ কি আপনি মাগাফীর খেয়েছেন?’ তিনি জবাবে বলবেন : ‘না।’ তখন তুমি বলবে : তাহলে এই গন্ধ

কিসের?’ তিনি তখন বলবেন : ‘হাফসা (রাঃ) মধু পান করিয়েছেন।’ তুমি তখন বলবে : ‘সম্ভবতঃ মৌমাছি ‘উরফাত’ নামক কন্টকযুক্ত গাছ হতে মধু আহরণ করেছে।’ আমার কাছে যখন আসবেন তখন আমিও তাই বলব। হে সাফিয়া (রাঃ)! তোমার কাছে যখন আসবেন তখন তুমিও তাই বলবে।’ পরবর্তী সময়ে সাওদাহ (রাঃ) বলেন : ‘যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে এলেন, তখনও তিনি দরজার উপরই ছিলেন, তখন আমি ইচ্ছা করলাম যে, আয়িশা (রাঃ) আমাকে যা বলতে বলেছেন তাই বলে দিই। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন : ‘আজ কি আপনি মাগাফীর খেয়েছেন?’ তিনি জবাবে বললেন : ‘না।’ তখন সাওদাহ (রাঃ) বললেন : তাহলে এই গন্ধ কিসের?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘হাফসাহ (রাঃ) মধু পান করিয়েছেন।’ সাওদাহ (রাঃ) তখন বললেন : ‘সম্ভবতঃ মৌমাছি ‘উরফাত’ নামক কন্টকযুক্ত গাছ হতে মধু আহরণ করেছে।’ অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলে আমিও তাঁকে একই কথা বললাম। তারপর তিনি সাফিয়ার (রাঃ) নিকট গেলে তিনিও ঐ কথাই বলেন। এরপর তিনি যখন আবার হাফসার (রাঃ) কাছে যান তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মধু পান করাতে চাইলে তিনি বলেন : ‘আমার এর প্রয়োজন নেই।’ সাওদাহ (রাঃ) তখন বলতে লাগলেন : ‘আফসোস! আমরা এটাকে হারাম করিয়ে দিলাম!’ আমি (আয়িশা রাঃ) বললাম : চুপ থাক। (ফাতহুল বারী ৯/২৮৭)

সহীহ মুসলিমে এটুকু বেশি রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হোক তা তিনি পছন্দ করতেননা। (মুসলিম ২/১১০১, ১১০২) এ জন্যই ঐ স্ত্রীগণ বলেছিলেন : ‘আপনি মাগাফীর খেয়েছেন কি?’ কেননা মাগাফীরেও কিছুটা দুর্গন্ধ রয়েছে। যখন তিনি উত্তর দিলেন যে, না, তিনি মাগাফীর খাননি। বরং মধু খেয়েছেন, তখন তাঁরা বললেন : ‘তাহলে মৌমাছি ‘উরফাত’ গাছ হতে মধু আহরণ করে থাকবে, যার গাঁদের নাম হল মাগাফীর এবং ওরই ক্রিয়ার প্রভাবে এই মধুতে মাগাফীরের গন্ধ রয়েছে।’

মধু পান করানোর ঘটনায় দু’টি নাম বর্ণিত আছে। একটি হাফসার (রাঃ) নাম এবং অপরটি যাইনাবের (রাঃ) নাম। তাহলে মধু পান করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে যারা একমত হয়েছিলেন তারা হলেন আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)। সেক্ষেত্রে খুব সম্ভব ঘটনা দু’টি হবে। তবে এই দু’জনের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পরস্পর এই প্রকারের পরামর্শ গ্রহণকারিণী ছিলেন আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ), এটা এ হাদীস দ্বারাও জানা যাচ্ছে যা মুসনাদ আহমাদে ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি (ইবন আব্বাস রাঃ) বলেন : বহু দিন হতে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ... **إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا** ... এ আয়াতে যে দু'জন স্ত্রীর বর্ণনা রয়েছে তাদের নাম উমারের (রাঃ) কাছ থেকে জেনে নিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই খালীফা যখন হাজ্জের সফরে বের হন তখন আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। পথে এক জায়গায় খালীফা উমার (রাঃ) রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চললেন। আমি তখন পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে ফিরে এলেন। আমি পানি ঢেলে তাকে উষ্ম করলাম। সুযোগ পেয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! ... **إِنْ تَتُوبَا** ... এ আয়াতে যে দুই জনকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা কারা? তিনি জবাবে বললেন : 'হে ইবন আব্বাস! এটা বড়ই আফসোসের বিষয়!' যুহরী (রহঃ) বলেন যে, উমার (রাঃ) ইবন আব্বাসের (রাঃ) এ প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করলেন। কিন্তু ওটা গোপন করা বৈধ ছিলনা বলে তিনি উত্তর দেন : 'এর দ্বারা আয়িশা (রাঃ) ও হাফসাকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে।' অতঃপর উমার (রাঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করতে শুরু করেন। তিনি বলেন : 'আমরা কুরাইশরা আমাদের নারীদেরকে আমাদের আওতাধীনে রাখতাম। কিন্তু মাদীনাবাসীদের উপর তাদের নারীরা আধিপত্য করত। যখন আমরা হিজরাত করে মাদীনায় এলাম তখন আমাদের নারীরাও তাদের দেখাদেখি আমাদের উপর প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা করে। আমি মাদীনার উমাইয়া ইবন যায়িদে (রাঃ) বাড়ীতে বসবাস করতাম। একদা আমি আমার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু বলতে লাগলাম। তখন সে উল্টিয়ে আমাকেও জবাব দিতে শুরু করল। আমি মনে মনে বললাম : এ ধরনের নতুন আচরণ কেন? আমাকে বিস্মিত হতে দেখে সে বলল : 'আপনি কি চিন্তা করছেন? আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরাও তাকে জবাব দিয়ে থাকে। কোন কোন সময়তো তারা সারা দিন ধরে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলাও বন্ধ রাখে।' তার এই কথা শুনে আমি অন্য এক সমস্যায় পড়লাম। সরাসরি আমি আমার কন্যা হাফসার (রাঃ) বাড়ীতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম : 'তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব দিয়ে থাক এবং মাঝে মাঝে সারা দিন তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখ' এটা কি সত্য? সে উত্তরে বলল : 'হ্যাঁ, এটা সত্য বটে।' আমি তখন বললাম : যারা এরূপ করে তারা ধ্বংস ও

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা কি ভুলে যাচ্ছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসম্ভবতার কারণে এরূপ নারীর উপর স্বয়ং আল্লাহ অসম্ভব হবেন? সাবধান! আগামীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন জবাব দিবেনা এবং তাঁর কাছে কিছুই চাবেনা। কিছু চাইতে হলে আমার কাছেই চাবে। আয়িশাকে (রাঃ) দেখে তুমি তার প্রতি লোভ বা হিংসা করবেনা। সে তোমার চেয়ে দেখতে সুন্দর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অধিকতর প্রিয়।

হে ইবন আব্বাস! আমার প্রতিবেশী একজন আনসারী ছিলেন। আমরা উভয়ে পালা ভাগ করে নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি একদিন হাযির হতাম এবং একদিন তিনি হাযির হতেন। আমি আমার পালার দিনের সমস্ত হাদীস, আয়াত ইত্যাদি শুনে তাকে এসে শোনাতাম এবং তিনি তার পালার দিন সবকিছু আমাকে এসে শোনাতেন। আমাদের মধ্যে এ কথাটি ঐ সময় মশহুর হয়ে গিয়েছিল যে, গাসসানী নেতা আমাদের উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। একদা আমার সঙ্গী তাঁর পালার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়েছিলেন! ইশার সময় এসে তিনি আমার দরবার কড়া নাড়লেন। আমি উদ্বেগের সাথে বের হয়ে বললাম : খবর ভাল তো? তিনি উত্তরে বললেন : ‘আজতো একটা কঠিন ব্যাপার ঘটে গেছে।’ আমি বললাম : গাসসানীর কি পৌঁছে গেছে? তিনি জবাবে বললেন : ‘এর চেয়েও কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।’ আমি তখন বললাম : আফসোস! হাফসাতো (রাঃ) ধ্বংস হয়ে গেল! আমি পূর্ব হতেই এটার আশংকা করছিলাম। ফাজরের সালাত আদায় করেই কাপড়-চোপড় পরে আমি সরাসরি হাফসার (রাঃ) বাড়ীতে হাযির হলাম। দেখলাম যে, সে কাঁদছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? সে জবাব দিল : ‘এ খবরতো বলতে পারছি না। তবে তিনি আমাদের হতে পৃথক হয়ে নিজের কক্ষে অবস্থান করছেন।’ আমি সেখানে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, একজন হাবশী গোলাম পাহারা দিচ্ছে। আমি তাকে বললাম : যাও, আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না।’ আমি তখন সেখান হতে ফিরে এসে মাসজিদে গেলাম। দেখলাম যে, মিম্বরের পাশে সাহাবীগণের একটি দল বসে রয়েছেন এবং কারও কারও চক্ষু দিয়েতো অশ্রু ঝরছে! আমি অল্পক্ষণ সেখানে বসে থাকলাম। কিন্তু আমার মনে শান্তি কোথায়?

আবার উঠে দাঁড়ালাম এবং ঐ গোলামের কাছে গিয়ে বললাম : বল, উমার ইবনুল খাত্তাব আপনার সাথে দেখা করার অনুমতি চাচ্ছেন। গোলাম এবারও এসে খবর দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দেননি। আবার আমি মাসজিদে চলে গেলাম। আমার ভিতর অস্থিরতার কারণে সেখান হতে আবার ফিরে এলাম এবং পুনরায় গোলামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতে বললাম। গোলাম আবার গেল এবং ঐ একই জবাব দিল। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম এমন সময় গোলাম আমাকে ডাক দিল এবং বলল : ‘আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।’ আমি প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলাম। দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানাহীন একটি মাদুরের উপর শুয়ে আছেন এবং তাঁর দেহে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে।

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? তিনি মাথা উঠিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন : ‘না।’ আমি বললাম : আল্লাহ্ আকবার! হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কথা এই যে, আমরা কুরাইশরা আমাদের স্ত্রীদেরকে আমাদের আজ্ঞাধীনে রাখতাম। কিন্তু মাদীনাবাসীদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রাধান্য লাভ করে আছে। এখানে এসে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি তাদেরই আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছে। তারপর আমি আমার স্ত্রীর ঘটনাটিও বর্ণনা করলাম এবং তার এ কথাটিও বর্ণনা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরাও এরূপ করে থাকেন। তারপর আমি আমার এ কথাটিও বর্ণনা করলাম যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসম্মতির কারণে আল্লাহ যে অসম্মত হয়ে যাবেন এবং এর ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এ ভয় কি তাদের নেই? আমার কথা শুনে তিনি মুচকি হাসলেন।

তারপর আমি আমার মেয়ে হাফসার (রাঃ) কাছে যাওয়া, তাকে আয়িশার (রাঃ) প্রতি হিংসা পোষণ না করার উপদেশ দেয়ার কথা বর্ণনা করলাম। এবারও তিনি মুচকি হাসলেন। এরপর আমি বললাম : অনুমতি হলে আরও কিছুক্ষণ আপনার এখানে অবস্থান করতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি বসে পড়লাম। অতঃপর আমি মাথা উঠিয়ে ঘরের চতুর্দিকে লক্ষ্য করে দেখি যে, তিনটি শূক্ৰ চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি আরম্ভ করলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দু‘আ করুন যেন আল্লাহ তা‘আলা আপনার উম্মাতের উপর প্রশস্ততা দান করেন। দেখুন তো! পারসিক ও রোমকরা আল্লাহর

ইবাদাত করেনা, অথচ তারা দুনিয়ার কত বেশি নি‘আমাতের মধ্যে ডুবে রয়েছে? আমার এ কথা শোনা মাত্রই তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বলতে লাগলেন : ‘হে খাত্তাবের পুত্র! আপনিতো এখনও সন্দেহের মধ্যে রয়ে গেছেন। এই কাওমের (কাফিরদের) ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়েছে।’ আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন!

ব্যাপারটা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত অসম্ভব হওয়ার কারণে শপথ করেছিলেন যে, এক মাস তিনি তাদের সাথে মিলিত হবেননা। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে অব্যাহতি দেন।’ (আহমাদ ১/৩৩, ৩৪; ফাতহুল বারী ৯/২১৮৭, মুসলিম ২/১১১, তিরমিযী ৯/২২৪, নাসাঈ ৫/৩৬৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : ‘বহর ধরে আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, উমারকে (রাঃ) এই দু’জন স্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করব। কিন্তু উমারের (রাঃ) অত্যন্ত প্রভাবের কারণে তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছিলনা। শেষ পর্যন্ত হাজ্জ পালন করে প্রত্যাবর্তনের পথে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।’ তারপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন যা উপরে বর্ণিত হল। (ফাতহুল বারী ৮/৫২৫, মুসলিম ২/১১০৮)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ) তাকে বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর স্ত্রীদের থেকে অন্যত্র অবস্থান করছিলেন তখন আমি মাসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, লোকেরা পাথরের ছোট ছোট টুকরা মাটিতে ছুড়ে মারছে। তারা বলল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। উহা ছিল পর্দা করার আদেশের পূর্বের ঘটনা। আমি মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করব। উমার (রাঃ) যেমন হাফসার (রাঃ) কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে এসেছিলেন, তেমনিভাবে আয়িশাকেও (রাঃ) বুঝিয়েছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, যে গোলামটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাহারা দিচ্ছিল তার নাম ছিল আবু রিবাহ (রাঃ)। তাতে এও আছে যে, উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আপনার স্ত্রীদের ব্যাপারে এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? যদি আপনি তাদেরকে তালাকও দিয়ে দেন তাহলে আপনার সাথে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, তাঁর

মালাইকা, জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ), আমি, আবু বাকর (রাঃ) এবং সমস্ত মু'মিন।' উমার (রাঃ) বলেন : 'আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা, আমি এই প্রকারের কথা যে বলছিলাম, আমি আশা করছিলাম যে, আমার কথার সত্যতায় তিনি আয়াত নাযিল করবেন। হলও তাই। আল্লাহ তা'আলা **وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ** এই **عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ** আয়াত অবতীর্ণ করেন। যখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি তখন আমি মাসজিদে গিয়ে দরবার উপর দাঁড়িয়ে উচ্চ শব্দে সকলকে জানিয়ে দিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْيَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

আর যখন তাদের নিকট কোন শাস্তি অথবা ভীতিজনক বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা তাদের আদেশ দাতাদের প্রতি সমর্পন করত তাহলে তাদের মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে যেত। (সূরা নিসা, ৪ : ৮৩) উমার (রাঃ) আয়াতটি এই পর্যন্ত পাঠ করে বলেন : এ বিষয়ের তাহকীককারীদের মধ্যে আমিও একজন।' (মুসলিম ২/১১০৫) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন যে, **صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ** দ্বারা আবু বাকর (রাঃ) এবং উমারকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/৪৮৬) হাসান বাসরী (রহঃ) উসমানের (রাঃ) নামও উল্লেখ করেছেন এবং লাইস ইব্ন সুলাইম (রহঃ) বলেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) আলীর (রাঃ) নামও উল্লেখ করেছেন। একটি দুর্বল হাদীসে মারফু'রূপে শুধু আলীর (রাঃ) নাম রয়েছে। কিন্তু এর সনদ দুর্বল এবং সম্পূর্ণরূপে মুনকার।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের প্রত্যেকে চাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন তাকেই বেশি ভালবাসেন। আমি তখন তাদেরকে বললাম : **عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ** যদি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর রাব্ব সম্ভবতঃ তাঁকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং আমার ভাষায়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তা নাযিল করেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫২৮) এটা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) বহু ব্যাপারে কুরআনের আনুকূল্য করেছেন। যেমন পর্দার ব্যাপারে (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩), বদর যুদ্ধের বন্দীদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে (সূরা আনফাল, ৮ : ৬৭) এবং মাকামে ইবরাহীমকে কিবলাহ নির্ধারণ করার ব্যাপারে (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৫)।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন : ‘আমি যখন উম্মাহাতুল মু‘মিনীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে মন কষাকষির খবর পেলাম তখন আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে বললাম : তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আপোষ করে নাও, অন্যথায় তিনি যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর রাব্ব সম্ভবতঃ তাঁকে তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করবেন। অবশেষে আমি উম্মাহাতুল মু‘মিনীনের শেষ জনের কাছে গেলাম। তখন সে বলল : ‘হে উমার (রাঃ)! আমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি যথেষ্ট নন যে, আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিতে এলেন?’ আমি তখন নীরব হয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ... **عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكَ** এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।’ (তাবারী ২৩/৪৮৮) সহীহ বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে স্ত্রীটি উমারকে (রাঃ) এই উত্তর দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন উম্মে সালামাহ (রাঃ)। (ফাতহুল বারী ৮/১৬)

আল্লাহর বাণী **مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ** এর অর্থতো কুরআনের আয়াত থেকেই অতি পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে। **سَائِحَاتٍ** এর অর্থের ব্যাপারে এর একটি তাফসীরতো এই যে, তারা হবে সিয়াম পালনকারিণী। আবু হুরাইরাহ (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), ইবন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ

(রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আ'তা (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ), আবু আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৯০, কুরতুবী ১৮/১৯৩, দুররুল মানসুর ৮/২২৪)

৬। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাবের মালাইকা, যারা অমান্য করেনা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।

۶. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

৭। হে কাফিরেরা! আজ তোমরা দোষ স্বলনের চেষ্টা করনা। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

۷. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, বিশুদ্ধ তাওবাহ; সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব তোমাদের মন্দ কাজগুলি মোচন করে দিবেন এবং

۸. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ

তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন নাবী এবং তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে আল্লাহ অপদস্থ করবেননা। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে : হে আমাদের রাক্ব! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا
يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ধর্ম ও আদব সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে শিক্ষা দেয়া

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا এর ভাবার্থ হচ্ছে : তোমরা আল্লাহর আদেশ মেনে চল এবং অবাধ্যাচরণ করনা। পরিবারের লোকদেরকে আল্লাহর যিক্রের তাগীদ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেন। (তাবারী ২৩/৪৯১)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল : তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরিবারের লোকদেরকেও ভয় করতে বল। (তাবারী ২৩/৪৯২)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, অর্থ হল : আল্লাহর আনুগত্যের হুকুম কর এবং অবাধ্যাচরণ হতে নিষেধ কর। পরিবারের উপর আল্লাহর হুকুম কায়েম রেখ এবং তাদেরকে আল্লাহর আহকাম পালন করার তাগীদ করতে থাক। সৎ কাজে তাদেরকে সাহায্য কর এবং অসৎ কাজে তাদেরকে শাসন-গর্জন কর। (তাবারী ২৩/৪৯২)

যাহহাক (রহঃ) ও মুকাতিল (রহঃ) বলেন : প্রত্যেক মুসলিমের উপর নিজের পরিবারভুক্ত লোকদেরকে এবং দাস-দাসীদেরকে আল্লাহর হুকুম পালন করার ও

তাঁর নাফরমানী হতে বিরত থাকার শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকা ফার্বয়।
(কুরতুবী ১৮/১৯৬)

রাবী' ইব্ন সাবরাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে সালাতের হুকুম কর যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাদেরকে সালাতে অবহেলার কারণে প্রহার কর।' (আহমাদ ৩/৪০৪, আবু দাউদ ১/৩৩২, তিরমিযী ২/৪৪৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন।

জাহান্নামের ইন্ধন ও মালাইকার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ আদম সন্তান ও পাথর দ্বারা জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। তাহলে আগুন কত কঠিন তেজ সম্পন্ন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

وَالْحِجَارَةُ দ্বারা হয়তো ঐ প্রস্তর উদ্দেশ্য হতে পারে দুনিয়ায় যেগুলোর পূজা করা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرْدُونَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৯৮) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবু জা'ফর আল বাকির (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন যে, ওটা হবে গন্ধকের পাথর যা হবে অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। (তাবারী ১/৩৮১) এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ এতে (এই শাস্তি দেয়ার কাজে) নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব মালাইকা/ফেরেশতাগণ। অর্থাৎ তাদের স্বভাব বা প্রকৃতি কঠোর। কাফিরদের জন্য তাদের অন্তরে কোন করুণা রাখা হয়নি।

এর পরের شِدَادٌ غُلَاطٌ مَلَائِكَةٌ আয়াতের শব্দের এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেহাকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী, ময়বূত ও ভীতিকর। আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু আদেশ করেন, সামান্য সময়ও অযথা ব্যয় না করে তা তারা চোখের পলকে পালন করার জন্য বাঁপিয়ে পড়েন। তারা সব ধরনের আদেশ পালন করতে সক্ষম।

তাদেরকে বলা হয়েছে ‘যাবানিয়াহ’। এরা হলেন জাহান্নামের পাহাড়াদার ও রক্ষক। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের কোন অজুহাত গ্রহণ করা হবেনা

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا** হে কাফিরেরা! আজ তোমরা দোষ স্বলনের চেষ্টা করনা। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে : আজ তোমরা কোন ওয়র পেশ করনা, কারণ আজ তোমাদের কোন ওয়র কবুল করা হবেনা। তোমাদেরকে আজ তোমাদের কৃতকর্মেরই শুধু প্রতিফল দেয়া হবে।

তাওবাহ হতে হবে অবিমিশ্রিত

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا** হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, বিসুদ্ধ তাওবাহ। অর্থাৎ সত্য ও খাঁটি তাওবাহ কর যার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশি মার্জনা করা হবে। আর তোমাদের মন্দ স্বভাব দূর হয়ে যাবে।

বলা হয়েছে : **عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ** সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব তোমাদের মন্দ কাজগুলি মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন বিষয়ে ‘সম্ভবতঃ’ শব্দটি ব্যবহার করেন তার অর্থ এই ধরে নেয়া হয় যে, তিনি তা করবেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ আল্লাহ তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মু‘মিন সঙ্গীদেরকে অপদস্থ করবেননা। কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে যে জ্যোতি দান করা হবে তা তাদের সামনে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। আর অন্যরা সবাই অন্ধকারের মধ্যে থাকবে। যেমন ইতোপূর্বে এটা সূরা হাদীদের তাফসীরে গত হয়েছে। যখন মু‘মিনগণ দেখবে যে, মুনাফিকরা যে জ্যোতি লাভ করেছিল, ঠিক প্রয়োজনের সময় তা তাদের হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু

খাচ্ছে, তখন তারা (মু'মিনরা) দু'আ করবেন : يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا : হে আমাদের রাক্ব! আমাদের জ্যোতিতে আপনি পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন! আপনিতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন : কিয়ামাত দিবসে যখন মু'মিনরা দেখতে পাবে যে, মুনাফিকদের কাছ থেকে নূর নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে তখন তারা এ আয়াতটি পাঠ করবে। (তাবারী ২৩/৪৯৬)

বানু কিনানাহ গোত্রের একজন লোক বলেন : 'মাক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করেছিলাম। আমি তাঁকে দু'আয় বলতে শুনেছিলাম :

اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! কিয়ামাতের দিন আপনি আমাকে অপদস্থ করবেননা।' (আহমাদ ৪/২৩৪)

৯। হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

۹. يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكَفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ

১০। আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহ ও লূতের জ্বর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন; তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সংকল্প পরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর

۱۰. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ
كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا

শান্তি হতে রক্ষা করতে
পারলনা এবং তাদেরকে বলা
হল : জাহান্নামে
প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও
তাতে প্রবেশ কর।

عَنْهَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ
ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রথম দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে এবং দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে আল্লাহর আইনের মাধ্যমে। আরও নির্দেশ দিচ্ছেন দুনিয়ায় তাদের প্রতি কঠোর হতে। আর পরকালেও তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

মু‘মিন আত্মীয়ের কারণে কোন কাফির উপকার লাভে সক্ষম হবেনা

এরপর আল্লাহ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, কাফিরদের কুফরীর কারণে মুসলিমদের সাথে দুনিয়ায় মিলে মিশে থাকা কিয়ামাতের দিন কোনই উপকারে আসবেনা। তারা যতক্ষণে আল্লাহর উপর ঈমান না আনবে ততক্ষণে তারা আল্লাহর করুণা লাভে সক্ষম হবেনা। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তা‘আলা বলেন : যেমন দুই জন নাবী, নূহ (আঃ) ও লূতের (আঃ) স্ত্রীদ্বয়, যারা সদা-সর্বদা এই নাবীগণের সাহচর্যে থাকত, তাঁদের সাথে সব সময় উঠা বসা করত, এক সাথে পানাহার করত এবং এক সাথে রাত্রি যাপনও করত, কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে ঈমান ছিলনা, বরং তারা কুফরীর উপর কায়ম ছিল, সেই হেতু নাবীগণের অষ্ট প্রহরের সাহচর্য তাদের কোন কাজে এলোনা। নাবীগণ তাদের পারলৌকিক কোন উপকার করতে পারলেননা এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে সক্ষম হলেননা। বরং তাদেরকে জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এখানে খিয়ানত দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য নয়। নাবীগণের (আঃ) পবিত্রতা ও সততা এত উর্ধ্বে যে, তাদের স্ত্রীদের মধ্যে ব্যভিচার রূপ জঘন্য পাপকাজ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতে পারেনা। আমরা সূরা

নূরের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি। বরং এখানেও উদ্দেশ্য দীনের ব্যাপারে খিয়ানাত করা। অর্থাৎ দীনের কাজে তাদের স্বামীদের সঙ্গিনী হয়নি।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ব্যভিচার ছিলনা। নূহের (আঃ) স্ত্রী তাঁর গোপন তথ্য এবং গোপনে ঈমান আনয়নকারীদের নাম কাফিরদের কাছে প্রকাশ করে দিত। অনুরূপভাবে লূতের (আঃ) স্ত্রীও তার স্বামী লূতের (আঃ) বিরুদ্ধাচরণ করত এবং যারা মেহমানরূপে তাঁর বাড়ীতে আসতেন তাঁদের খবর তার কাওমকে দিয়ে দিত, যাদের কু-কাজের অভ্যাস ছিল। (তাবারী ২৩/৪৯৮)

যাহহাক (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, কোন নাবীরই স্ত্রী কখনও ব্যভিচার করেনি, বরং তারা ধর্মের অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছিল। ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৯৮)

১১। আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফির'আউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল : হে আমার রাব্ব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির'আউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।

۱۱. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

১২। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে

۱۲. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ

গ্রহণ করেছিল; সে ছিল
অনুগতদের একজন।

رَبِّهَا وَكُتِبَهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

কাফিরেরা মু'মিনদের কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন : যদি মুসলিমরা প্রয়োজনবোধে কাফিরদের সাথে মিলে মিশে থাকে তাহলে তাদের কোন অপরাধ হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৮)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সারা জগতের অবিশ্বাসী লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্ধত লোক ছিল ফির'আউন। কিন্তু তার কুফরীও তার স্ত্রীর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কেননা তার স্ত্রী তাঁর ঈমানের উপর পূর্ণমাত্রায় কায়েম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলাতো ন্যায় বিচারক। তিনি একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করেননা। (তাবারী ২৩/৫০০)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : সুলাইমান (রহঃ) বলেন যে, ফির'আউনের স্ত্রীর উপর সর্বপ্রকারের নির্যাতন করা হত। কঠিন গরমের সময় তাকে শাস্তি দেয়া হত। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ মালাইকার পাখা দ্বারা তাঁকে ছায়া দিতেন এবং তাঁকে গরমের কষ্ট হতে রক্ষা করতেন। এমন কি তিনি তাকে তার জান্নাতের ঘর দেখিয়ে দিতেন। (তাবারী ২৩/৫০০) ইব্ন জারীর (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন, আবুল কাসিম ইব্ন আবী কাজজাহ (রহঃ) বলেছেন : ফির'আউনকে তার স্ত্রী কখনও কখনও জিজ্ঞেস করতেন যে, কে জয়লাভ করল? সব সময় তিনি শুনতে পেতেন যে, মূসাই (আঃ) জয়লাভ করেছেন। তখন তিনি ঘোষণা করেন : 'আমি মূসা (আঃ) ও হারুনের (আঃ) রবের প্রতি ঈমান আনলাম।'

ফির'আউন এ খবর জানতে পেরে তার লোকজনকে বলল : 'সবচেয়ে বড় পাথর তোমরা খুঁজে নিয়ে এসো। সে যদি তার ঈমানকে পরিবর্তন না করে তাহলে তার উপর পাথর নিক্ষেপ কর। আর যদি বিরত থাকে তাহলে ভাল কথা, সে আমার স্ত্রী। তাকে মর্যাদা সহকারে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। অতঃপর

তার লোকেরা পাথর নিয়ে এলো। ঐ সময় ফির'আউনের স্ত্রী আকাশের দিকে তাকালেন এবং জান্নাতে তাঁর জন্য যে ঘর তৈরী করা হয়েছে তা তিনি স্বচক্ষে দেখে নিলেন। তখনই তাঁর রুহ বেরিয়ে গেল। যখন পাথর তাঁর উপর নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁর মধ্যে রুহ ছিলইনা। (তাবারী ২৩/৫০০) তিনি শাহাদাতের সময় দু'আ করেছিলেন : رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ হে আমার রাক্ব। আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। ঐ মু'মিনা মহিলার নাম ছিল আসিয়া বিন্ত মাযাহিম (রাঃ)।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তা হল মারইয়াম বিন্ত ইমরানের (আঃ) দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতী-সাধ্বী রমণী। মহান আল্লাহ বলেন :

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا আমি আমার মালাইকা/ফেরেশতা জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) মানুষের রূপ দিয়ে মারইয়ামের (আঃ) নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাঁর মুখ দিয়ে মারইয়ামের (আঃ) জামার ফাঁকে ফুঁকে দেন। তাতেই তিনি গর্ভবতী হয়ে যান এবং ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন : আমি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। এরপর মহান আল্লাহ মারইয়ামের (আঃ) আরও প্রশংসা করে বলেন :

وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَاتِنِ ও তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাব সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, সে ছিল অনুগতদের একজন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে চারটি রেখা টানেন এবং সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন : 'এগুলি কি তা তোমরা জান কি?' তাঁরা উত্তরে বললেন : 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' তিনি তখন বললেন : 'জেনে রেখ যে, সর্বোত্তম জান্নাতী রমণীদের মধ্যে চারজন হলেন (১) খাদীজা বিন্তু খুওয়াইলিদ (রাঃ), (২) ফাতেমা বিন্ত মুহাম্মাদ (রাঃ), (৩) মারইয়াম বিন্ত ইমরান (আঃ) এবং (৪) ফির'আউনের স্ত্রী।' (আহমাদ ১/২৯৩)

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'পুরুষ লোকদের মধ্যেতো পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক বহু রয়েছে।

কিছু রমণীদের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্তা রমণী রয়েছে শুধুমাত্র ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ), মারইয়াম বিন্তু ইমরান (আঃ) ও খাদীজা বিন্তু খুওয়াইলিদ (রাঃ)। আর সমস্ত রমণীর মধ্যে আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত এমনই যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে সারীদ নামক খাদ্যের ফাযীলাত।' (ফাতহুল বারী ৬/৫১৪, মুসলিম ৪/১৮৮৬)

আমি আমার কিতাব 'আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়া'য় ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মায়ের বর্ণনায় এই হাদীসের সনদ ও শব্দসমূহ বর্ণনা করেছি। (হাদীস নং ২/৬১) সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

অষ্টাবিংশতিতম পারা এবং সূরা তাহরীম -এর তাফসীর সমাপ্ত।